দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে সাংবাদিকদের তৎপরতায় ট্রাকসহ চুরি হওয়া গম উদ্ধার

দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী বাজারে রাতে অবস্থানকৃত ট্রাক থেকে তিন বস্তা গম চুরি হয়ে গেলে তা সাংবাদিকদের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৭টার দিকে ডুগডুগী গ্রামের হাট পাড়া থেকে চুরিকৃত গম উদ্ধার করা হয়।

অভিযুক্তরা হলো, ডুগডুগী বাজারের নাইটগার্ড নিজাম ও তৈয়ব আলী, অপরদিকে গম চোর ডুগডুগী হাটপাড়ার নজু’র ছেলে হাসান (২৬) ও তার সহযোগীরা।

স্থানীয় ও সরজমিনে জানাগেছে, শনিবার যশোর নওয়াপাড়া থেকে সাড়ে ২৩ টন গম লোড করে চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ডুগডুগী গ্রামের মৃত ওহাব আলীর ছেলে ট্রাক ড্রাইভার হামিদ আলী। ট্রাকে থাকা প্রতিটি গমের বস্তা ছিলো প্রায় ৭০ কেজি ওজনের। রাত ১২টার দিকে ডুগডুগী বাজারে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করে এবং নাইট গার্ডদের হেফাজতে গম ভর্তি ট্রাকটি বাজারে রেখে বাড়ি চলে যাই ড্রাইভার। সকাল ৬টার দিকে হামিদ ডুগডুগী বাজারে ট্রাকের কাছে এসে দেখে ট্রাকের কাছে ছড়ানো ছিটানো ভাবে গম পরে আছে। ভালো করে গাড়ি চেক করে দেখাযাই ট্রাকের হুডের কাছ থেকে দড়ি খুলে তিন বস্তা গম চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। মাথায় যেনো বাজ পরে ট্রাক ড্রাইভারের। হতভম্ব হয়ে যাই তিনি। কি করবে কিছু বুঝতে পারেনা। গরীব ট্রাক ড্রাইভার এদিক ওদিকে খুঁজা খুঁজি করতে থাকে। অনেক খুঁজাখুজি করেও গম পাওয়া যায় না।

এসময় খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সাথে সাথে ডুগডুগী বাজার কমিটিকে জানানো হয়। ডাকা হয় নাইটগার্ডদের, কিন্তু নাইটগার্ডরা বলে আমরা কিছু জানিনা এবং দেখিনি। তখন সাংবাদিকরা পরে থাকা গম অনুসরণ করতে করতে ডুগডুগী হাট পাড়ায় পৌঁছে যায়। সেখানে সর্বশেষ গম পরে থাকতে দেখে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বর্গ ও বাজার কমিটির লোকজন দিয়ে কয়েকটি বাড়ি চেক করলে হাসানের জিম্মা থেকে ট্রাক থেকে চুরি যাওয়া তিন বস্তা গম উদ্ধার করা হয়। তখন উপস্থিত লোকজনের সামনে নাইটগার্ডদের জিজ্ঞাসা বাদের এক

পর্যায়ে তারা চোরের নাম স্বীকার করে বলে ডুগডুগী গ্রামের হাটপাড়ার নজুর ছেলে হাসান এই জঘন্যতম চুরির কাজ করেছে। তার সঙ্গে আর কারা ছিল আমরা জানি না। নাইটগার্ডরা সব কিছু জেনেও মুখে কুলুপ এটে ছিলো। উদ্ধারকৃত গম ট্রাক ড্রাইভার হামিদ কে বুঝিয়ে দিলে তার জান ধরে আসে এবং সাথে সাথে গমগুলো ট্রাকে তুলে গম আনলোড করার জন্য চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটায় চলে যাই। মূলত নাইটগার্ডদের সহযোগিতায় হাসান সহ ওর সঙ্গীদের দিয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়।

ট্রাক ড্রাইভার হামিদ বলেন, মাঝে মধ্যে আমি ডুগডুগী বাজারে লোডকৃত গাড়ি নাইটগার্ডদের হেফাজতে রেখে বাড়ি যাই এবং সকালে আবার গাড়ি নিয়ে আমি চলে যায়। এর জন্য নাইটগার্ডদের আমি বকসিস দিয়, যাতে আমার গাড়িটা দেখেশুনে রাখে। কিন্তু গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে আমি ডুগডুগী বাজারে এসে গাড়ি থুয়ে নাইটগার্ড নিজাম কে বলি ভাই গাড়িটা দেখে রাখবেন, গাড়িতে গম লোড আছে। নিজাম বকসিস (টাকা) চাই, তখন আমি বলি এখনতো আমার কাছে টাকা নেই, ভোরে যাওয়ার সময় টাকা দিয়ে যাবো, তখন নিজাম অসন্তুষ্টি জানিয়ে বলে টাকা দিলিনাতো, সকালে বুঝবি এর জ্বালা। তখন আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি, সকালে গাড়ির কাছে এসে বুঝতে পারি এটা নাইটগার্ডদের কাজ। হামিদ আরও বলেন, ঐ হাসান তো জানতোনা যে গাড়িতে গম লোড আছে। নাইটগার্ড নিজাম’ই হাসানকে হায়ার করে গাড়ি থেকে গম চুরি করেছে। ওরা মনে করেছিলো আমি বুঝতে পারবোনা। কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতে আমি টের পেয়ে যায়। এই ধরনের চোরচুট্টা দিয়ে নাইটগার্ডের কাজ করালে বাজারের কোন দোকানই নিরাপদ নয়। থানায় কোন অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে হামিদ বলেন, আমি ট্রাকের ড্রাইভার, কখন কোথায় থাকি ঠিকনেই। যেহেতু ডুগডুগী বাজারের নাইটগার্ডরা এ চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে, তাই ডুগডুগী বাজার কমিটিকে বিচার দিয়েছি। তারা যদি সঠিক বিচার না করে তাহলে আমি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এমন ঘটনায় ডুগডুগী বাজারে ব্যাবসায়ীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যদি এর সুষ্ঠু বিচার না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যৎ এ বাজারের দোকানপাট চুরিদারি হতে পারে। সেই সঙ্গে বাজারের নাইটগার্ড ও চোরদ্বয় কেউই ভালো লোক নয়, এর আগেও তাদের নামে চুরির অভিযোগ রয়েছে। কিন্ত কোন বিচারের সম্মুখিন হয়নি। যার কারনে এমন ঘটনা থেকে রেহাই পেলে আরও বড় ধরনের চুরির ঘটনা ঘটতে পারে।

বাজার কমিটি এতবড় ঘটনা ঘটার পরেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অদৃশ্য কারনে ক্ষুড়া যুক্তি দেখিয়ে ঘটনার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বাজার কমিটি। তারা ভুলেই গেছে চোরের ব্যাবস্থা গ্রহণ না করলে

তারা নিজেরাই চোরের থেলেন্দার হয়ে যায়। তাই এলাকাবাসী ও বাজার ব্যাবসায়ীরা সরজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এবিষয়ে ডুগডুগী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী মদন ঘোষ বলেন, সকালে বাজারে এসে গম চুরির ঘটনা জানতে পারি। আমরা বাজারের সবাইমিলে নাইটগার্ড নিজাম কে চাপ প্রয়োগ করলে সে বলে আমি হাসান কে গম চুরি করে নিয়ে যেতে দেখেছি। সে মোতাবেক হাসানের জিম্মা থেকে গম উদ্ধার করে ট্রাক ড্রাইভার হামিদ কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গম উদ্ধার হওয়ার কারনে তাৎক্ষণিক ভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তবে আমাদের মিটিংয়ে এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে নৌকা ও ট্রাক সমর্থকদের সংঘর্ষে ৫ নেতা- কর্মী আহত

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে নৌকার প্রার্থীর সমর্থক ও স্বতন্ত্র (ট্রাক) প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষে এক নারী সহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান (৪৩),বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ওয়ার্ড সদস্ আব্দুর রাকিব, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা খালিদুজ্জামান খান ডালিম (৪৬), যুবলীগ কর্মী তেলা শেখ (৩২) ও সাবেক নারী ইউপি মেম্বর মুক্তা খাতুন (৩৭)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাগোয়ান গ্রামের পাঠানপাড়ায় নৌকার প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের একটি অফিস রয়েছে। তার দক্ষিণ পাশে মসজিদের কাছে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের (ট্রাক) পথসভা চলছিলো। প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বক্তব্যের সময় জোরে মাইক বাজাতে শুরু করে নৌকার

সমর্থকরা। শহিদুল ইসলাম পেরেশান, খালিদুজ্জামান সহ বেশ কয়েক কর্মী তাদের মাইকের শব্দ কমাতে বলে। এ সময় তাদের বাগ বিতান্ডা ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এতে আহত হয় আব্দুর রকিব, ডালিম, তেলা শেখ, শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও মুক্তা খাতুন নামের এক নারী। তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়।

আহত সাবেক মহিলা ইউপি সদস্য মুক্তা খাতুন বলেন, তকলিমা মেম্বারের ভাই লাবলু পেরেশান ভাইকে আটক করে মারধর করছিলো। আমি বলতে গেলে বলে তুই কেন ট্রাক করছিস বলে আমাকে গলা টিপে ধরে বড় দা দিয়ে মেরেছে।

বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ওয়ার্ড সদস্ আব্দুর রাকিব বলেন আমরা আমাদের অফিসে বসে ছিলাম নির্বাচনের বিষয়ে আলাপ করছিলাম এই সময় ট্রাক সমর্থক পেরেশানের নেতৃত্বে কয়েকজন এসে আমাদের অফিসে হামলা চালায় চেয়ার ভাংচুর করে। এ সময় আশেপাশের লোকজন এসে তাদেরকে ধরে আটকে রাখে পরে পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা বলেন, নৌকার অফিসে প্রথমে হামলা কর হয়েছে। আমাদের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমরা মুজিবনগর থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ঘটনাটি দুঃখজনক। পথসভায় এমন হামলা মেনে নেয়া যায় না। আমাদের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। মুজিবনগর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। মামলা দায়েরের পর আমরা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে জানাবো।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যায়। বর্তমানে এলাকার অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

গাংনীতে ট্রাক ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আহত ২

গাংনীর চৌগাছা কড়ইতলা নামক স্থানে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী মারাত্মক আহত হয়েছেন। আজ দুপুর সোয়া দুইটার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আহতরা হচ্ছেন- এ উপজেলার গোপালনগর গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে রাইহান(১৪) ও গাংনী র্যাব ক্যাম্প পাড়ার খোরশেদ আলীর ছেলে রুবাইত আদনান মাহিন(১৩)। এদের মধ্যে রাইহানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এসময় একটি পালসার মোটর সাইকেল ট্রাকের নিচে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

আহত রুবাইত আদনান মাহিন জানান, তারা চার বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল যোগে ভাটপাড়া ইকোপার্কে যাচ্ছিলেন। কড়ইতলা নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক (যার নং- বগুড়া ট- ১১-২১৬২) তাদের সামনা সামনি ধাক্কা দেয়।

এসময় রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন রাইহান ও রুবাইত আদনান মাহিন। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায় তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি। স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে রাইহানের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক আদিলা আজহার আরশী জানান, রাইহানের মুখ ও মাথার ডানদিকে এবং ডান চোখের পাশে ক্ষত হয়েছে। তাছাড়া ডান পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া প্রেরণ করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনায় কবলিত ট্রাকটির মালিক সাহারবাটি গ্রামের মাসুম। ট্রাকটি স্থানীয় লোকজন আটক করলেও চালক ও তার সহকারী পালিয়ে যায়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পুনরায় আকিব সভাপতি, বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে পুনরায় এসএম আকিব সভাপতি, হাফিজুল ইসলাম কার্যকরী সভাপতি ও কুতুব উদ্দীন বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন, এমদাদুল হক স্বপন ও আশাদুল ইসলাম এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে এসএম আকিব মোমবাতি প্রতিকে ৭৩১ ভোট পেয়ে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজাবুল ইসলাম রকেট টেলিভিশন প্রতীকে পেয়েছেন ৫৩০ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে হাফিজুলে ইসলাম ট্রাক প্রতীকে ৫৯৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাহাদুর খান ডাব প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬০ ভোট।

সহসভাপতি পদে মিয়ারুল ইসলাম খান মই প্রতীকে ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদুজ্জামান হরিণ প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৩ ভোট।

কুতুব উদ্দীন বাবু বাঘ প্রতীকে ৭৬৪ ভোট পেয়ে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহাজান আলী আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬৫ ভোট।

জাহিদুল ইসলাম জুয়েল মাছ প্রতীকে ৮২৯ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদুল রহমান হাতুড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ২৩৮ ভোট।

মিয়াজান আলী তালা প্রতীকে ৮১৪ ভোট পেয়ে সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুল ইসলাম

তরবারী প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৭ ভোট।

শহিদুল ইসলাম সেলাই রেঞ্জ প্রতীকে ৫৪৯ ভোট পেয়ে প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানিক হোসেন মাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫০ ভোট।

আলামিন হোসেন টায়ার প্রতীকে ৭৬৮ ভোট পেয়ে লাইন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোটরসাইকেল প্রতীকে পেয়েছেন ৩২৪ ভোট।

কামাল শেখ রিংকু ফুটবল প্রতীকে ৬৮৪ ভোট পেয়ে কোষাধ্যক্ষ নিরবাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোহেল রানা চেয়ার প্রতীকে পেয়েছেন ৪২৬ ভোট।

কাবেল আলী দোয়াত কলম প্রতীকে ৫৩২ ভোট পেয়ে কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মন্টু আলী আম প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫৩ ভোট।

শনিবার সকাল ৮ টায় ভোটদান শুরু হয়েছে বিকাল বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ভোট দান চলে।

মোট ১১ টি পদের বিপরীতে ২ টি প্যানেল থেকে ২২ জনসহ মোট ২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে।এখনও কোনো অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিক ইউনিয়নের ভোট হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

রোগী দেখতে গিয়ে এখন নিজেরাই হাসপাতালের বেডে

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের চকশ্যামনগর নামক স্থানে ট্রাকের সাথে বিদ্যুৎচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মেহেরপুর হাসপাতালের নৈশ্যপ্রহরী রেজাউল মল্লিকসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার ইব্রাহিম শেখ (৫০), বায়োজিদ হোসেন (২৫), ঝর্ণা খাতুন (৩৫), রেজাউল মল্লিক (৫৫) ও অটোচালক মুজিবর রহমান ।

ইব্রাহিম শেখ মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ইন্নাল শেখের ছেলে ও ঝর্ণা খাতুন ইন্নাল শেখের স্ত্রী। এছাড়া অটো চালক মুজিবুর রহমান সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে।

আজ শনিবার (২৫ জুন) বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় সদর উপজেলার নতুনগ্রাম ও চকশ্যামনগর গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা জানান, মুজিবনগর থেকে ইজিবাইকযোগে মেহেরপুর শহরে আসার সময় চকশ্যামনগর ও নতুনগ্রামের মাঝামাঝি মাঠের মধ্যে পৌছানো মাত্র বিপরীত থেকে যাওয়া একটি একটি চলন্ত ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকটি রাস্তার উপর উল্টে পড়ে। এতে অটোযাত্রী সকলেই আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেন।

আহতরা বর্তমানে আড়াই শয্যা বিশিষ্ট মেহেরেপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতদের মধ্যে ইব্রাহিম শেখ, বায়োজিদ হোসেন, ঝর্ণা খাতুন একই পরিবারের। তাদের এক নিকটাত্মীয় ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত। তাকে হাসপাতালে দেখতে এসে নিজেরাই এখন হাসপাতালে ভর্তি হলেন।